উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ অক্টোবর ২০২১ All

ব্রুনো ও আর্মান্দো টার্গেট তৃণমূলের

গোয়ায় ফুটবলারদের নিয়ে টানাটানি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসেই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন। এবার সেখানে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই আইপ্যাকের টিম গোয়া ঘুরে বিধানসভা ভিত্তিক বিস্তারিত রিপোর্ট দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জমা দিয়েছে।

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে গোয়ার কিংবদন্তি ফুটবলার ব্রুনো কুটিনহোকে। সেখানে ব্রুনো যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাঁর সঙ্গে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক আলোচনার পর অভিষেকের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

ব্রুনো ও আর্মান্দো

তৃণমূল প্রস্তাব দিয়েছিল কোচ ডেরিক পেরিরাকে। তিনি না করে দিয়েছেন। গোলকিপার ব্রহ্মানন্দ ঝুলিয়ে রেখেছেন ব্যাপারটা। কথা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও ডেম্পোর প্রাক্তন কোচ আর্মান্দো কোলাসোর সঙ্গেও। আর্মান্দো সময় নিয়েছেন। না করেননি। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রুনোর পক্ষে বড় বাধা সরকারি চাকরি। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ব্রহ্মানন্দও সরকারি চাকুরে। এখনও পর্যন্ত ফুটবলারদের কেউ এলে আর্মান্দোই এগিয়ে।

পুজোর পরই গোয়া রাজ্য কমিটি ঘোষণা করবে তৃণমূল। সে সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া যাওয়ার কথা রয়েছে। তারপরই সিদ্ধান্ত নেবে কতগুলি আসনে তৃণমূল প্রার্থী দেবে।

দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেছেন, 'গোয়া দখলের লক্ষ্যেই আমরা সেখানে সংগঠন তৈরি করছি। বিধানসভা ভোটে আমাদের দল প্রার্থী দেবে বলে আপাতত ঠিক আছে। বিস্তারিত সবকিছু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানাবেন।'

গোয়ায় ৪০টি আসনে তৃণমূল প্রার্থী না দিলে কারও সঙ্গে জোট গঠন করে লড়াই করবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে কিছু বলতে চাননি ডেরেক। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূলের তো এখন প্রধান বিরোধী কংগ্রেস। তারা কংগ্রেসকেই আক্রমণ করছে। তাই গোয়ায় কী হবে তা এখন কী করে বলা যাবে?'

সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা কলকাতায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাত থেকেই কলকাতার রাস্তা দখল নিয়েছে জনতা। বাস, মেট্রোয় গাদাগাদি ভিড়। ঠিক এই কারণেই পুজোর পর রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ফের বাড়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ১০-২০ অক্টোবর নাইট কার্ফিউ তুলে দিয়েছে। রেস্তোরাঁ, পানশালাও রাত পর্যন্ত খোলা থাকছে। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় ভিড় জমাচ্ছেন সকলেই। ফলে সংক্রমণের হার বাড়তে পারে বলেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছেন না।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে পজিটিভিটির হার তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে যেখানে পজিটিভিটি রেট ছিল ১.৬৯, সেখানে অক্টোবরে তা হয়েছে ১.৮০। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে, রবিবারের তুলনায় সোমবার সংক্রামিতের সংখ্যা কমেছে। রবিবার রাজ্যে যেখানে ৭৬০ জন সংক্রামিত হয়েছিলেন, সোমবার সেখানে ৬০৬ জন সংক্রামিত হয়েছেন। রবিবার রাজ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সোমবার রাজ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৯। তবে কলকাতায় সংক্রামিতের হার যথেষ্ট বেশি। রবিবার কলকাতায় ১৬৬ জন সংক্রামিত হয়েছিলেন ও ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সোমবার কলকাতায় ১৪৫ জন সংক্রামিত হয়েছেন ও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, এখন যেভাবে অধিকাংশ মানুষ বিনা মাস্কে বাসে, পথে ঘোরাফেরা করছেন বা মণ্ডপের সামনে সামাজিক দূরত্ববিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভিড় করছেন তা আগামী দিনে বিপদ বাড়িয়ে তুলতে পারে। চিকিৎসকরা দুশ্চিন্তায় আছেন যে, পুজোর পরেই সংক্রামিতের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে পারে। তখন পরিস্থিতির সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

টুকরো খবর

প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব

আদালত সংবাদদাতা, **কলকাতা, ১১ অক্টোবর :** কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। আজ সকাল ১১.৩০ নাগাদ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি জানান, প্রত্যেক বিচারপ্রার্থী যাতে দ্রুত বিচার পান সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকবে। এই কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। শেষে বাংলায় বললেন, 'সকলকে জানাই শুভেচ্ছা'।

প্রকাশ শ্রীবাস্তবের জন্ম ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ। আইনজীবী হিসেবে নাম লেখান ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭-তে। সুপ্রিম কোর্টে ট্যাক্স, সিভিল ও সাংবিধানিক বিষয়ে হাত পাকিয়েছিলেন।

তৃণমূলে যোগ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের কনিয়ারা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনামিকা বিশ্বাস। রবিবার বিকেলে বনগাঁর নিউমার্কেট সংলগ্ন শ্রমিক ভবনে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন। তিনি দাবি করেছেন, 'বিজেপির বাকি সদস্যরাও তৃণমূলে যোগ দেবেন। সকলের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমার এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আমি তৃণমূলে যোগ দিলাম।' স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী আলোরানি সরকার বলেন, 'ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির আর কোনও সদস্য থাকবেন না।'

খড়দায় সংঘর্ষ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রবিবার রাতে খড়দায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খড়দা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয় সাহার সমর্থনে লাগানো একটি ফ্লেক্স ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে গোলমাল বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে খড়দা থানা থেকে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পদত্যাগের দাবি

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : সোমবারেও কাটল না আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অচলাবস্থা। স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন, প্রিন্সিপালের পদত্যাগের দাবিতে অনশন আন্দোলন শুরু করেছেন সেখানকার পড়ুয়ারা। ১৫৬ ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ার পরেও আন্দোলন থামার কোনও লক্ষণ নেই।

পুজো যখন রং ছড়ায়

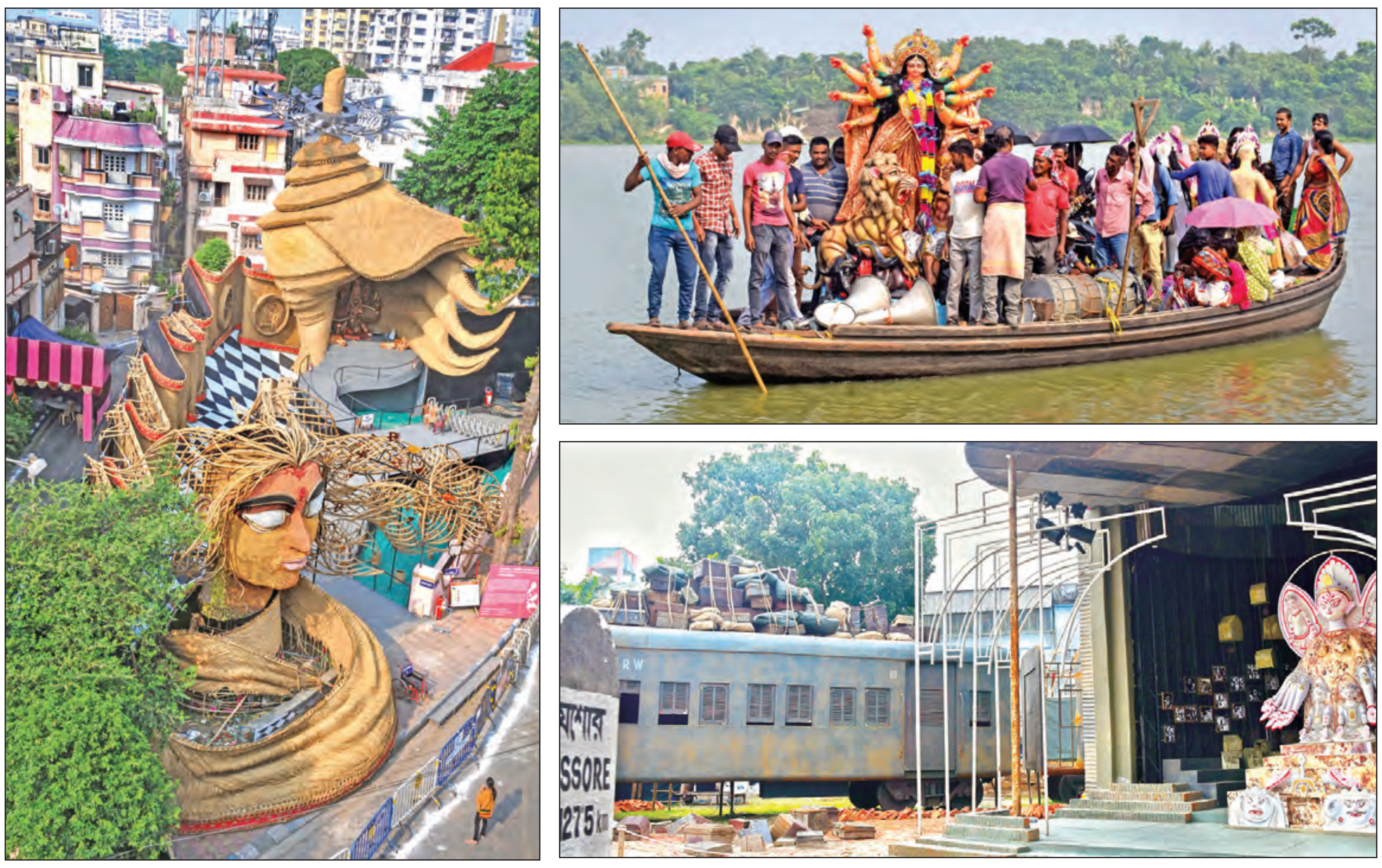

মহানগর থেকে গ্রাম – বাংলার পুজোর নানা চালচিত্র।। কলকাতায় কোথাও প্যান্ডেলই হয়ে উঠেছে মায়ের মুখ। নাকতলায় বাংলাদেশের ছবি তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। নদিয়ায় নৌকোতেই আনা হচ্ছে প্রতিমা। বেশ বিপজ্জনকভাবে। তবু বল্গাহীন আনন্দের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে আতঙ্ক। সোমবার।
ছবি : পিটিআই ও কৌশিক দত্ত।

মানুষের দখলে কলকাতার রাজপথ

বিপ্রর্ষি চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : নবান্নের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী ১০ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে নাইট কার্ফিউ শিথিল থাকবে। মূলত রাতে যাতে দর্শনার্থীরা মণ্ডপ পরিদর্শনে বেরোতে পারেন, সেই কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য। আর রাজ্যে এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে নাইট কার্ফিউ শিথিল হওয়ার প্রথম দিনই রাতের কলকাতায় নামল মানুষের ঢল।

উত্তর থেকে দক্ষিণ- প্যান্ডেলগুলিতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সিকদার বাগান, চোরাবাগান, টালা পার্ক প্রত্যয়, দমদম পার্ক ভারতচক্র, দমদম পার্ক তরুণ দল, শ্রীভূমি স্পোর্টিং, হাতিবাগান সর্বজনীন, সিমলা ব্যায়াম সমিতি সহ উত্তর কলকাতার প্রতিটি পুজোমণ্ডপেই মানুষ অনেক রাত পর্যন্ত লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখেন। রাত ১১টার পর মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। রাতের কলকাতায় বাসের সংখ্যা বেশি না থাকায় বেশ খানিক সমস্যায় পড়তে হয় দর্শনার্থীদের। খাতায়-কলমে বন্ধ থাকলেও রাতের কলকাতায় দর্শনার্থীদের ভরসা ছিল অটোই। কিন্তু সুযোগ বুঝে তারা যেমন খুশি ভাড়া চায়।

সন্তোষ পল্লি, সেলিমপুর পল্লি, বাবুবাগান, সিংহী পার্ক, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, ৬৬-র পল্লিতেও রাতে যথেষ্ট ভিড় ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় অবশ্য গণ পরিবহণের ব্যবস্থা উত্তরের চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল। ফলে সেখানকার মানুষ যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে ঠাকুর দেখেন।

সোমবার সকাল থেকেই রাজপথ কার্যত চলে যায় মানুষের দখলে। নতুন জামা, চড়া সুগন্ধি আর ক্লান্তির ঘাম মিলিয়ে কলকাতার রোজনামচার সুবাসও পালটে যেতে থাকে। সকালের প্রথম প্রহরে গড়িয়াহাট যখন নিজের ছন্দে বিকিকিনি শুরু করেনি, তখন থেকেই ভিড় জমতে শুরু করেছে সংলগ্ন হিন্দুস্থান পার্ক, সিংহী পার্ক, একডালিয়া এভারগ্রিন, বালিগঞ্জ কালচারালে। বেলা বাড়তেই ভিড়ের অভিমুখ ঘুরে যায় উত্তরে দিকে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে ভিড় বাড়তে থাকে। পাশাপাশি ভিড় হয় নলিনী সরকার স্ট্রিট, বাগবাজার সর্বজনীন, গ্রে স্ট্রিট সর্বজনীন, বিডন স্ট্রিট সর্বজনীনের মতো পুজো প্যান্ডেলগুলিতে। এদিনও ভিড়ের নয়া রেকর্ডের তাজ নিজের মাথাতেই রাখল শ্রীভূমি স্পোর্টিং।

ষষ্ঠীর দিন ফুলের বাজার। হাওড়া ব্রিজের পাশে। – পিটিআই

এবারে প্যান্ডেলের সামনে থাকা স্টলগুলিতেও ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। প্রতি বছর ফাস্টফুড কিংবা দেশি-বিদেশি নরম পানীয়ের স্টলেই ঘেরা থাকে পুজো প্যান্ডেল সংলগ্ন এলাকা। তবে সেই জায়গায় এবার স্থান করে নিয়েছেন ডাব ও আখের রস বিক্রেতারা। একডালিয়া এভারগ্রিনের সামনে ডাব নিয়ে বসা বাদল হালদার বলেন, 'করোনার সময় অনেকেই ঠান্ডা পানীয় খেতে চাইছেন না। তাছাড়া সকালে যেরকম চড়া রোদ উঠছে, অনেক মানুষ ডাব খেতে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন।' এছাড়া বিভিন্ন হাতের কাজের জিনিসপত্র, কাগজের বাঁশি বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে পুজোমণ্ডপগুলির সামনে।

এদিকে সকাল সকাল দক্ষিণ কলকাতার একাধিক মিষ্টির দোকানে গরম শিঙাড়া, গরম কচুরির সঙ্গে দরবেশ, কালোজামের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। সেখানে অধিকাংশই আবার অবাঙালি ক্রেতা। বেলা গড়াতেই উত্তরের রেস্তোরাঁগুলিতেও একই ছবি।

পাশাপাশি দুর্গাপুজো মানেই যে ঘরে ফেরার গান, সেই সুর এবার কিছুটা বেসুরো। করোনার কারণে চাকরি সূত্রে বা অন্যান্য কারণে যাঁরা কলকাতার বাইরে থাকেন, শুধুমাত্র পুজোর সময় ঘরে ফেরেন, এবার তাঁদের অনেকেরই আসা হয়নি। ফোনে হতাশ শোনাল উমা চট্টরাজ রায়ের গলা। তাঁর বাড়ি হুগলি জেলায়, বিবাহ সূত্রে তিনি এখন দিল্লির বাসিন্দা। ছেলে কিছুটা বড় হওয়ায় এবার পরিকল্পনা করেছিলেন পুজোর সময় বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু করোনার চোখরাঙানিতে সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, 'এই প্রথমবার ভেবেছিলাম পুজোর সময় ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় ফিরব। কিন্তু করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। তাই ঝুঁকি নিতে পারলাম না। জানি না কবে পুজোয় বাড়ি ফিরতে পারব।'

শুধুমাত্র রাস্তাতেই যে প্রশাসন কড়া নজর রাখছে, তা নয়। কলকাতার হেভিওয়েট পুজোগুলির পাহারার জন্য থাকছে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা। লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতার ১১টি মণ্ডপের দুর্গাপ্রতিমা সেজে উঠেছে সোনার অলঙ্কারে। ওই ১১টি মণ্ডপের নিরাপত্তায় অষ্টপ্রহর মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

মমতার উদ্বোধন নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : মহালয়া থেকে টানা পুজো উদ্বোধন করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাপঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায় তিনি ছিলেন আলিপুর বডিগার্ড লাইনে। সেখান থেকে রিমোটের বোতাম টিপে ভার্চুয়ালি ২০টি জেলার ২৩৭টি পুজো উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি যান চেতলার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে আবাসিকদের খোঁজখবর নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে রাজ্যবাসীকে পুজোর শুভেচ্ছাও জানান। তিনি লেখেন, 'আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।'

এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি প্রতিমা দর্শন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে। সেখানে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবাংলায় তো একজনই পুজো উদ্বোধন করেন। তাঁর দলের লোকেরাও উদ্বোধন করেন না। তিনি গান করেন, নাচেন, নাটক লেখেন, কবিতা লেখেন। সুরও দিচ্ছেন এখন। আজকাল আবার বাবুল সুপ্রিয়, নচিকেতাদেরও উনি গান শেখাচ্ছেন। ফলে উদ্বোধন উনি করবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর কারও সুযোগ নেই। আমরা পুজো দেখেই আনন্দ পাই।'

তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দিলীপ ঘোষের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে আমার রুচিতে বাধে। মুখ্যমন্ত্রী পুজোর উদ্বোধন করবেন এটাই স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা সকলেই জানেন। দিলীপবাবুদের কেউ ডাকে না। তাই উনি এইসব কথা বলছেন।'

বিজেপির পুজো এবার বর্ণহীন

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে রাজ্য বিজেপির দ্বিতীয় বর্ষের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

প্রথম থেকেই টালবাহানা চলছিল দ্বিতীয়বর্ষের এই দুর্গাপুজো নিয়ে। ২০২০ সালে মহা ধুমধাম করে সল্টলেকের ইজেডসিসিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে রাজ্য বিজেপি। সেই পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল তারকার হাট। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ভার্চুয়াল মাধ্যমে সেই পুজো উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী মঞ্চে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য প্রদর্শনী হয়। মঞ্চে কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়ের মতো প্রথমসারির বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। গোটা পুজোর দায়িত্বভার সামলাছিলেন মুকুল ঘনিষ্ঠ তৎকালীন বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত। মুখ্য ভূমিকা নেন অগ্নিমিত্রা পল, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চিত্রটা সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে।

মুকুল রায়, সব্যসাচী দত্ত, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়রা বিজেপি ছেড়েছেন। ফলে এই বছর পুজো হওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই অনিশ্চয়তা ছিল গেরুয়া শিবিরে। প্রথমসারির নেতারা কেউই পুজো করতে আগ্রহী ছিলেন না। সেই সময় সব্যসাচীই ফের পুজোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারপর সব্যসাচী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি যদিও এবারও দুর্গাপুজো করছে, তবে এই পুজো করা নিয়ে দলের মধ্যেই দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দুর্গাপুজো করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল, কোনও রাজনৈতিক দল পুজো করে না। কিন্তু অনেকেই আবার পুজো করার পক্ষে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, একবার পুজো শুরু করলে শাস্ত্রমতে পরপর তিনবার পুজো করতে হয়।

শেষপর্যন্ত পুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পুজোর উদ্বোধন করবেন কে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। রাজ্য বিজেপির নেতারা চেয়েছিলেন, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এই পুজোর উদ্বোধন করুন। কিন্তু ষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরেও জেপি নাড্ডার তরফে সবুজ সংকেত না মেলায় বাধ্য হয়ে সুকান্তকে পুজোর উদ্বোধন করতে হয়। উদ্বোধক হিসেবে দিলীপ ঘোষের নামও ভাসছিল। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন, মেদিনীপুরে তাঁর একাধিক পুজো উদ্বোধনের কর্মসূচি রয়েছে। তাই তিনি কলকাতায় থাকবেন না। এছাড়া তিনি পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে হরিদ্বারে ঘুরতে যাচ্ছেন। তাই দলের পুজোমুখী হলেন না বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

দুর্গা যখন মাস্ক বিলিয়ে চলেছেন কলকাতার পথে। –এএফপি

অষ্টমীতে বর্ষার ভ্রূকুটির শঙ্কা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : ষষ্ঠীর দিনই রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিতে শুরু করল বর্ষা। প্রতিবছর সাধারণত ১০ অক্টোবর রাজ্য থেকে বর্ষার বিদায় নেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এবার তার একদিন পর বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করেছে। চলতি বছর ১১ জুন রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করেছিল।

বর্ষা বিদায় নিলেও চিন্তা বাড়াচ্ছে আন্দামানের ওপর তৈরি হওয়া একটি ঘূর্ণাবর্ত। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে সেটি উত্তর আন্দামান সাগরের ওপর রয়েছে। মঙ্গলবার সেটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার ফলে অষ্টমী থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি হতে পারে। দশমী ও একাদশীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

স্বপন গুপ্ত আর নেই, শেষ একটা যুগ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : সমাপ্তি ঘটল স্বর্ণযুগের রবীন্দ্রসংগীতের এক বর্ণময় অধ্যায়ের। দীর্ঘ রোগভোগের পর ষষ্ঠীর দিন প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম হয় এই বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর।

১৯৬৫ সালে স্নাতক ও ১৯৬৭ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর হন স্বপনবাবু। তাঁর স্কুল জীবন কেটেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। শৈশব থেকেই পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তিনি। মিশনের যে-কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থাপনা ছিল বাধ্যতামূলক।

যে মিশন থেকে তাঁর পরিচিতি, একসময় সেই মিশনের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে। বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান গাওয়া যাবে না। কিন্তু শিল্পী জবাব দেন রবীন্দ্রসংগীত মানেই তো হয় তা পূজা পর্যায়ের, নয়তো প্রেম পর্যায়ের। প্রেম পর্যায়ের গানকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান করা যাবে না। মিশন অনড় থাকায় তিনি গান না গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে মিশনের প্রধান লোকেশ্বরানন্দের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে।

১৯৬৫ সালে নরেন্দ্রপুরের কাছে জগদ্দল ক্লাবে সরস্বতীপুজোর দিন গান গাওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের এই দৃষ্টিহীন ছাত্রও। দেবব্রতবাবুর আসতে দেরি হওয়ায় গান ধরলেন স্বপনবাবু। তাঁর গান শেষ হওয়ার আগেই সেখানে উপস্থিত হন দেবব্রতবাবু। তাঁর ইচ্ছাতেই স্বপনবাবু তাঁর সামনে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানটি গাইলেন। প্রথাগত কোনও শিক্ষা ছাড়াই স্বপনবাবু গান করেন। শোনার পর দেবব্রতবাবু নিজে তাঁকে গান শেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এরপর ১৭৪ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দেবব্রতবাবুর বাড়িতে শুরু হল স্বপনবাবুর গানের তালিম। প্রথমে সকলের সঙ্গে রবিবার, পরে স্বপনবাবুকে একা গান শেখাতে শুরু করেন দেবব্রতবাবু। বছরখানেক পরে নিজের প্রিয় শিষ্যের জন্য বেতারের অডিশন ফর্ম নিয়ে আসেন দেবব্রত বিশ্বাস। অডিশনে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৭ সালে প্রথমবার বেতারে গান করেন নরেন্দ্রপুরের ওই তরুণ ছাত্র। পরের বছর এইচএমভি থেকে মায়া সেনের প্রশিক্ষণে তাঁর রেকর্ড 'লুকালে বলে খুঁজে বাহির করা' আর 'আমায় থাকতে দে না আপন মনে' প্রকাশিত হয়। এরপর 'তোমায় কিছু দেব বলে', 'দুঃখের বর্ষায় চক্ষের জল', 'কাছে ছিলে দূরে গেলে' সহ একাধিক রেকর্ড।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে টানা ১০-১১ বছর রেকর্ড করার পর তিনি পলিডোরেও গান গেয়েছেন। ভাবনা, বাহার মিউজিক থেকেও তাঁর গান প্রকাশিত হয়েছে। দু'একটি ছবিতেও প্লেব্যাক করেছেন এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিল্পী।

তাঁর গায়কি সত্তায় অনেকে দেবব্রত বিশ্বাসের ছায়া খুঁজে পেতেন। তবে তা স্বাভাবিক প্রভাব মাত্র। কখনই তা অনুকরণের পর্যায়ে যায়নি। স্বপনবাবুর স্বকীয়তা বহুদিন বাঙালি শ্রোতার অন্তরে রয়ে যাবে।

দেশ-বিদেশে বহু অনুষ্ঠান করেছেন স্বপন গুপ্ত। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সংগীত মহাসম্মান পুরস্কার পান তিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসা রবীন্দ্রসংগীত চর্চার আধুনিকীকরণ তাঁর কাছে ছিল যথেচ্ছাচার। তিনি বলতেন, 'পরীক্ষানিরীক্ষার নামে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে যাঁরা বিকৃত করছেন তাঁরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছেন।'

ত্রিপুরা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক প্রয়াত

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : ত্রিপুরা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজন ধরের জীবনাবসান হয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০। কয়েকদিন আগেই তিনি করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। পিতা-মাতা বা গুরুজনদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তার কারণ হতে পারে। **বৃষ :** চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মাঝেমাঝেই মতান্তর দেখা দিতে পারে। **মিথুন :** ব্যবসায় নতুন কোনও ঝুঁকি নেবেন না। সন্তানদের বিদ্যালাভে বিঘ্ন ঘটতে পারে। **কর্কট :** বেকারদের কর্মলাভ। পুরোনো বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে মতের হেরফের হতে পারে। **সিংহ :** অপরিকল্পিত ব্যয়ের ফলে মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তায় মানসিক যন্ত্রণা। **কন্যা :** মা-বাবার পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যার উন্নতি যোগ রয়েছে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** অতিরিক্ত লাভের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগে যাবেন না। আগুন বা বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় সমস্যা। শুভ ফল পেতে পারেন। পিতা-মাতার শরীরের প্রতি নজর রাখুন। **ধনু :** ছোটখাটো রোগব্যাধি দেখা দিতে পারে। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য স্থানান্তর হতে পারে। **কুম্ভ :** পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। **মীন :** মানসিক চিন্তার অবসান ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ মঙ্গলবার ২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২০ আশ্বিন, ১৪২৮, ১২ অক্টোবর ২০২১,২৫ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫। ৩৬, অঃ ৫।১২। মঙ্গলবার, সপ্তমী রাত্রি ১। ৪৮। মূলানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪। ১৬। শোভনযোগ দিবা ২। ১৮। গরকরণ দিবা ২। ৫৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১। ৪৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ণ ৪। ১৬ গতে অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে রাত্রি ১।৪৮ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭। ৩ গতে ৮। ৩০ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২। ১৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬। ৪৫ গতে ৮। ১৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ২। ১৮ গতে যাত্রা নাই, অপরাহ্ণ ৪। ৪২ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১০। ১২ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ১০। ৪০ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ১। ৪৮ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১। ৪৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপুজো। পূর্ব্বাহ্ণ ৯। ২৮ মধ্যে দ্ব্যাত্মক-চরলগ্নে ও চরণবাংশে (কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ৭। ৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮। ৩০ গতে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ,স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পুজো প্রশস্তা। দেবীর ঘোটকে আগমন। ফল – ছত্রভঙ্গ। অমৃতযোগ- দিবা ৬। ৩০ মধ্যে ও ৭। ১৪ গতে ১০। ৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭। ৩০ গতে ৮। ২১ মধ্যে ও ৯। ১২ গতে ১১। ৪৬ মধ্যে ও ১। ২৮ গতে ৩। ১১ মধ্যে ও ৪। ৫৪ গতে ৫। ৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – রাত্রি ৭। ৩০ মধ্যে।